শ্রীশ্রীমা
(সারদা - রামকৃষ্ণ)
9-5-58

নারায়ণ ফিল্ম প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

শ্রী শ্রী মা।

(সারদা-রামকৃষ্ণ)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ

সুরসৃষ্টি : অনিল বাগচী । চিত্রগ্রহণ : বিদ্যাপতি ঘোষ। শব্দ যোজন : নৃপেন পাল। সম্পাদনা : রবীন দাস। শিল্প-নির্দেশ : কার্ত্তিক বসু। তত্ত্বাবধান : সমর ঘোষ। ব্যবস্থাপনা : সুকুমার রায় চৌধুরী। কর্মাধ্যক্ষ : জয়ন্ত দাস। রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল। সাজসজ্জা : পঙ্কু দাস। যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। পটাঙ্কন : আর্, সিংহ। আলোকসম্পাত : জগন্নাথ ঘোষ ও শৈলেন। প্রচার-পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ।

নেপথ্য-কণ্ঠসঙ্গীত : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রামকৃষ্ণ মিশন (বেলুড়মঠ) ॥ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের সেবায়েৎবৃন্দ। রাখাল চন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স।

রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে গৃহীত এবং বেঙ্গল ফিল্ম্ ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

• সহকারী •

পরিচালনা : তারাপদ ব্যানার্জী, গণেশ চ্যাটার্জী। সুরসৃষ্টি : শৈলেশ রায়। আলোকচিত্র : সমীর ভট্টাচার্য্য ও বিমলেশ ধবল দেব। শিল্পনির্দেশ : অনিল পাইন, দামু ও রামপদ। শব্দগ্রহণ : শশাঙ্ক বসু, বলরাম বাড়ুই। সম্পাদনা : মধু ব্যানার্জী, সুনীত। ব্যবস্থাপনা : মৃদুল বন্দ্যো:, কার্ত্তিক কয়াল, সুরেন দাস। রূপসজ্জা : দেবী হালদার ও শৈলেন গাঙ্গুলী। সাজসজ্জা : সরোজ মুন্সী।

• শ্রেষ্ঠাংশে •

অনুভা গুপ্তা : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ী, মলিনা, সরযূ, প্রণতি, ভারতী, ছায়া, জীবেন, নীতিশ, ৺রাণীবালা, রাজলক্ষ্মী, সুদীপ্তা, বাণী, অপর্ণা, পদ্মা, নিভাননী, মীরা, মল্লিকা, লক্ষ্মী, স্বাগতা, নবগোপাল, হরিধন, চন্দ্রশেখর, বেচু, বিভু, শ্রীপতি, জ্যোতির্ময়, আদিত্য, শান্তি ও আরো অনেকে।

পরিবেশক : **নারায়ণ পিকচার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড**

শ্রীশ্রীমা

প্রতিবেশীরা আক্ষেপ ক'রে বলত: হতভাগী! বিয়ে হয়ে গেল··· কিন্তু ছেলেপুলে আর হ'ল না।

এ-কান ও-কান ক'রে কথাটা গিয়ে পৌঁছুল ঠাকুরের কানে। সারদাকে ডেকে সহাস্যে বললেন: ভাবনা কি তোমার? এত ছেলেপুলে হবে তোমার যে, 'মা'-ডাকে আর তিষ্ঠোতে পারবে না।

* * * *

মহাপুরুষের সে বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীতে নয়, বৃহৎ বিশ্বসংসারে অগণিত মানুষের মনে তিনি আজ মায়ের আসন—মায়ের সম্মান পেয়েছেন। জননী হতে পারেননি বলে একদিন তার দুঃখ ছিল; আজ তিনি হয়েছেন জগজ্জননী!

* * * *

মহাপুরুষের সহধর্ম্মিনীর অদৃষ্টে নাকি সুখ লেখা থাকে না। ধূপের মতো আপনাকে ক্ষয় ক'রে সুরভি বিতরণের সান্ত্বনা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সান্ত্বনার স্পর্শ নাকি তাদের ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু সুখের সংজ্ঞাকে ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডী থেকে তুলে নিয়ে মহত্তর, বৃহত্তর আদর্শের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সারদামণি সারা জগতের সামনে নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে গেছেন। ফলস্বরূপ, তিনি পেয়েছেন সন্ন্যাসী স্বামীকে সেবা করার অধিকার, পেয়েছেন সন্ন্যাসী স্বামীর সেবা—এমন কি, স্বামীর পূজা! সামান্য সুখের মোহকে অতিক্রম করার সাহস ছিল বলেই তিনি পেয়েছিলেন অসামান্য সুখের সন্ধান। অন্তরে এই সত্যদৃষ্টি, এই আদর্শনিষ্ঠা ছিল ব'লেই নগন্য জয়রামবাটীর সদাচারী ব্রাহ্মণ শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদামণি আজ হয়েছেন "শ্রীশ্রীমা"!

* * * *

আজ যখন সারা বিশ্বে লোভ, মোহ আর অজ্ঞানতার অন্ধকার মানব-জীবনের চারদিকে এক জটিল কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেছে……এখন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই সেই অসামান্যা নারীকে—যিনি আপনার অন্তরের দীপালোকে জগৎ-বাসীর যাত্রাপথ আলোকিত করে গেছেন; প্রণাম করি সেই মহিয়সী রমণীকে—যিনি স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বর্ত্তমান বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মহত্তম আদর্শের পতাকা; প্রণাম করি সেই চির-সৌমন্তিনীকে—যিনি প্রমাণ করে গেছেন, সুখ শুধু ভোগে নয়—ত্যাগেও!

গান

(১)

মজলো আমার মন ভ্রমরা
শ্যামাপদ নীল কমলে
কালীপদ নীল কমলে
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হ'ল মা
কামাদি কুসুম সকলে
চরণ কালো ভ্রমর কালো
কালোয় কালো মিশে গেল
দেখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত
রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল
সুখ দুঃখ সমান হ'ল
আনন্দ সাগর উথলে।

(২)

থাকুক তোমার যত দুঃখ
আছে মায়ের নাম রে
থাকুক আঁধি থাকুক ব্যাধি
হোকনা বিধি বাম রে
হোকনা বাঁধন লোহার মতন
থাকনা পথে বাধা শত
দেখনা নামের প্রভাব কত
জপনা অবিরাম রে
থাকুক জীবন মেঘে ঘিরে
ছড়িয়ে তিমির অঞ্চল
যাক বয়ে ঝড় উঠুক তুফান
হোগ্ নেরে তায় চঞ্চল
তারকব্রহ্ম নামের তরী
প্রাণপণে তুই থাকনা ধরি
অবহেলে যাবি তরি'
পাবি অভয় ধাম রে॥

(৩)

এমনি মহামায়ার মায়া
রেখেছ কি কুহক ক'রে
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য
জীবে কি জানিতে পারে
বিল করে ঘুনি পাতে
মীন প্রবেশ করে তাতে
গতায়াতের পথ আছে
তবু মীন পালাতে নারে
গুটি পোকায় গুটি করে
পালালেও পালাতে পারে
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি
আপনার জালে আপনি মরে।

(৪)

মন ভুলোনা কথার ছলে
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে
সুরাপান করিনে আমি
সুধা খাই জয়কালী ব'লে
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে

তুমি অহর্নিশি থাক বসি
হর-মহিষীর চরণতলে
নইলে ধরবে নেশা ঘুচবে দিশা
বিষয় মদ খাইলে।

(৫)

শ্যামের নাগাল পেলাম না সই
আমি কি সুখে আর ঘরে রই
কুল খোয়ালাম মান খোয়ালাম
সইলাম কত গঞ্জনা

শ্যাম যদি মোর হতো মাথার চুল
যতন করে বাঁধতাম বেণী
দিয়ে বকুল ফুল

শ্যাম যদি মোর বেশর হোত
নাসা মাঝে সতত রইত
অধর চাঁদ অধরে র'ত সই
আমি তিলেক ছাড়তাম না

শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হ'ত
বাহু মাঝে সতত র'ত
নয়নমনি হইত যদি শ্যাম
আঁখির মাঝে তারে রাখিতাম
নয়ন ছাড়া কভু হইত না

(৬)

আয় মন বেড়াতে যাবি
কালী কল্পতরু মূলে
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তোর
নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র
তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি
শুচি অশুচিরে লয়ে
দিব্য ঘরে যবে শুবি
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে
তখন শ্যামা মাকে পাবি।

স্তোত্র

নমস্তে সর্ব্বানী ঈশানী ইন্দ্রানী
ঈশ্বরী ঈশ্বর জায়া
নমস্তে অপর্ণা অভয়া অন্নপূর্ণা
মহেশ্বরী মহামায়া
উগ্রচণ্ডা উমে আশুতোষী ধূমে
অপরাজিতা উর্ব্বশী
রাজ রাজেশ্বরী রমা রণকারী
নমস্তে শিবে ষোড়শী

নারায়ণ পিকচার্সের

পরিবেশনায়

আগামী ছুটি

অবিস্মরণীয় ছবি !

বিশু দাশগুপ্ত পরিচালিত

ডাক্তারবাবু

শ্রেষ্ঠাংশে :

উত্তমকুমার : সাবিত্রী

কাজল, পদ্মা, ভানু, অনুপ

সুরযোজনা : রাজেন সরকার

রীতেন এণ্ড কোং প্রযোজিত

হেড মাষ্টার

পরিচালনা : অগ্রগামী

একমাত্র পরিবেশক :

নারায়ণ পিকচার্স

প্রাইভেট লিঃ

৬৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।